২৬-০৪-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু এই তিনজনই আমাদের পরম প্রিয়, তিনজনই কিন্তু এক, তাই তাঁকে স্মরণ করাও সহজ হওয়া চাই ।"

প্রশ্ন :- এই কলিযুগে চিরযুবা কে থাকে এবং কিভাবে থাকে ?

উত্তর :- এখানে বিকার রূপী রাবণ সর্বদা যুবাবস্থায় থাকে । মানুষ বুড়ো হলেও তার মধ্যে যে বিকার থাকে বা ক্রোধ থাকে তা কখনোই বুড়ো হয় না । এই বিকার সবসময় যুবাবস্থায় থাকে । মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই বিকার থেকেই যায় । বাবা বলেন যে কাম হল মহাশত্রু কিন্তু মানুষের কাছে তা আবার পরম মিত্র আর এই কারণে একে অপরকে বিরক্ত করতেই থাকে ।

গীত :- আমি এক অতি ছোট্ট বাচ্চা .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবাকেই স্মরণ করে । তারা ভাবে যে আমরা এইসময় মায়া অথবা রাবণ রূপী বলবান বিকারের শিকলে আবদ্ধ হয়ে আছি । বাবা বলেন যে এর থেকে মুক্ত করার জন্য সমর্থবানকে চাই । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা আত্মারা হলে বলহীন । রাবণ তোমাদের বলহীন করেছে । এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই । বাবা বসেই বাচ্চাদের জ্ঞান দেন । তোমরা কতো সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন কত কাঙ্গাল আর নির্বল হয়ে গেছো তাই সকলেই ডাকতে থাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের এই রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করো । হে পতিত পাবন এসো । তিনিই পতিতকে পবিত্র করেন । এই সময় হল রাবণ রাজ্য, স্বর্গকে রাম রাজ্য আর নরককে রাবণ রাজ্য বলা হয় । রাবণও বলবান আবার রামও বলবান কারণ দুজনেই অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করে । এখন মানুষ তো সকলেই পতিত । তোমরাও আগে পতিত ছিলে, এখন পতিত-পাবন এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার জ্ঞান দিচ্ছেন । যোগ আর জ্ঞান । প্রথমে তো বাবার সাথে যোগ হওয়া চাই । দুনিয়াতে বাবা, শিক্ষক আর গুরু সকলেই আলাদা । আলাদা করে মনে করতে হয় যে অমুক শিক্ষক আমাকে পড়ান । তোমরা কিন্তু এই তিন ধরনের সম্বন্ধে একজনকেই স্মরণ করো । তিন সম্বন্ধেরই একটিই নাম - শিব । পরমপ্রিয় পরম পিতা, পরমপ্রিয় শিক্ষক, পরমপ্রিয় সদ্গুরু হলেন একজনই । সাধারণ মানুষ তো শিক্ষক, গুরু বা বাবাকে আলাদা আলাদাভাবে স্মরণ করে থাকে । এদের সকলেরই নাম এবং রূপ আলাদা আলাদা । এখানে বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলে তিনজনের নাম রূপ একই । রূপ হলো নিরাকার আর নাম হলো শিব । বুদ্ধিতে একজনের কথাই স্মরণে আসে । শিব বাবা বলেন যে আমি আসি বাচ্চারা, তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে নিয়ে যেতে, তার চিহ্নই তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো । বলবান হতে গেলে মায়াকে সামনা করতে হয়, মায়া অনেক বিঘ্নও আনে । তোমরাও অনেক আঘাত পাও । মায়া কখনো জোরে চড় মারে আবার কখনো হালকা । মায়া এমন জোরে চড় মারে যে বিকারের মধ্যে পড়ে যায় । তারপর এর প্রভাব অনেক সময় ধরে চলতে থাকে । বুদ্ধিতে যেন তালা লেগে যায় । এখন বাবা বলেন যে মায়া তোমাদের ভোলাবার অনেক চেষ্টা করবে । কিন্তু তোমরা ভুলে যেও না, তোমরা যত আমাকে স্মরণ করবে, আমার বর্সা বা সম্পত্তির কথা ততোই তোমাদের মনে আসবে আর উঁচু পদও পেতে পারবে । এমন কোনো বাচ্চাই নেই যার বাবার বর্সা বা সম্পত্তির কথা স্মরণেই আসে না । এই বর্সা বা সম্পত্তি বাচ্চাদের থেকে লুকানোই যায় না । তোমরাও জানো যে আমরা এই বিশ্বের বাদশাহী পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে নিয়ে

থাকি । সবাই তো একই ধরনের রাজধানী নিতেই পারবে না । এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অন্যেরা যারা আসে তারা কিন্তু রাজধানী স্থাপন করে না । এমন বলা হবে না যে তারা রাবণ রাজ্যে আসে । রাবণের সম্পর্ক এই ভারতের সাথেই । এখানেই রাবণকে জ্বালানো হয়, অন্য জায়গায় তো রাবণকে কেউ জানেই না । অর্ধেক কল্পের পর রাবণ রাজ্য আসে । অবশ্যই সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীদের থেকেই এই ইসলাম ধর্মের লোকেরা এসেছিলো । এক ধর্ম থেকেই পরবর্তীকালে অন্য ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিলো । এমন নয় যে যখন এক ধর্ম ছিলো তখন রাবণ রাজ্য ছিলো । না এমন নয় । সে তো অনেক পরে আসে । বাবা এসেই রাজধানী স্থাপন করেন । অন্যান্যরা অর্ধেক কল্পের পর বা কল্পের কোয়ার্টার অংশ পার হবার পর এসে থাকে । সতোপ্রধান থেকে তোমাদের তমোপ্রধান হতেই হবে । অন্যদের জন্য অল্পকালের সুখ আর অনেককালের দুঃখ । এই খেলাও তোমাদের বোঝানো হয়েছে । প্রথমে তোমরা পবিত্র ছিলে তারপর ধীরে ধীরে পতিত হয়ে যাও । প্রথমে এক দেবী – দেবতা ধর্মই ছিল । তারপর ধীরে ধীরে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । দেবতারা নিজেরাই হিন্দু হয়ে যায় তারপর বিভিন্ন ধর্ম অনেকগুণ বাড়তে থাকে । পরবর্তীকালে অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মস্থাপকদের সাথেই চলে যায় । দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । তোমরা সবাই দেবী – দেবতা ধর্মের কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না কারণ তোমরা এখন পবিত্র নও । পবিত্রতা ছাড়া নিজেদের দেবতা বলা নিয়ম বিরুদ্ধ । যারা আসলে দেবতা ছিলো তারাই পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তারও পরে শূদ্র হয়ে যায় । এখন তোমরা আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো । এই কথা অন্য ধর্মের লোকেরা বুঝবে না । দেবতা ধর্মের লোকেরাই এখানে আসবে বাকিরা পরে আসতে থাকবে । আগে তোমাদের অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে । ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীদের অনেক বৃদ্ধি হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীই হবে, তাই না ? ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরাই দেবতা হবে । অনেকেই এসে এখানে জ্ঞান ধারণ করবে ।

তোমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । এর মধ্যেও মুখ্য হল আট বাকি তো বৃদ্ধি হতে থাকে । যারা মাম্মা বাবার হতে পারবে, এই জ্ঞানের কথা শুনবে তারাই এগোতে পারবে । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসে যারা খুব ভালো পুরুষার্থ করে । প্রথমে সকলকে অবশ্য করে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তবুও যদি কেউ লিঙ্গ রূপ বলে বা জ্যোতি স্বরূপ বলে , একে বাবা মনে করলে, অন্তত ব্রহ্ম মহতত্বকে ভগবান বলবে না । পরমপিতা পরমাত্মা তো জ্ঞানে পরিপূর্ণ । ব্রহ্ম কি জ্ঞানে পরিপূর্ণ ? তোমরা জিজ্ঞেস করো তাহলে আত্মার রূপ কি ? মানুষ তখন আত্মার রূপকে লিঙ্গ বলে দেয় কেননা এই লিঙ্গ রূপেরই পুজো হয়ে থাকে । তারাদের তো কোনো পুজোই হয় না । আসলে না জানার কারণে কিছু না কিছু বানিয়ে বলে দেয় । মানুষ কাঠ, পাথর, নুড়ি সব কোণে কোণেই ভগবান বলে দেয় । বাবা বোঝান যে আত্মা হলো তারার মতো, আত্মাদের একসাথে একত্রিত রূপ তোমরা দেখতে পাবে । যখন সমস্ত আত্মারা একসাথে ফিরে যাবে তখন এই বড় একত্রিত রূপ দেখা যাবে । আত্মাকে সুক্ষ্মর থেকেও সুক্ষ্ম বলা হয় । সাক্ষাত্কার হলেও কেউ কিছুই বুঝতে পারে না । ভাবো, কেউ যদি শিব অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু বা শংকরের সাক্ষাত্কারও করে, তাহলেও কোনো লাভ নেই । এখনে তো এই সৃষ্টির আদি – মধ্য বা অন্তকে জানতে হবে । এই হলো পড়া । পরমাত্মাও একটি তারার মতো । কতো ছোট, কিন্তু দেখো কতো মহিমা । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, সুখের সাগর, তিনিই সমস্ত কিছু করে থাকেন । একেই বলা হয় – অতি গুহ্য কথা ।

বাবা বললে, বুদ্ধিতে আসা দরকার যে তিনিই হলেন অবশ্যই এই স্বর্গের রচয়িতা । এই কথা বলা হয় যে, ভগবান কোথাও না কোথাও এসেছেন । যদি গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হল তাহলে তো কোনো দেহধারীকে কারোর থেকেই লুকানো যাবে না । এ তো সম্পূর্ণ গোপন কথা । পরমপিতা পরমাত্মা কে বা আত্মা কেমন, এই কথা কখনোই শোনা হয় নি । কেবল মানুষ বলে - ভ্রুকুটির ভিতরে অতি উজ্জ্বল চকচকে একটি অদ্ভুত তারা । তাকেই আবার পরমপিতা পরমাত্মা বলে দেয় । তাহলে তো আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো তফাতই থাকে না । পরমাত্মা কি কোনো ভারী জিনিস বা কোনো বড় আলো ? না, তিনি তো কেবল জ্ঞানে পরিপূর্ণ । গতি বা সদ্গতির জন্য তিনিই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তাই তিনি জ্ঞানের সাগর । তাহলে জ্ঞানের সাগর কি পরমপিতা পরমাত্মাকে বলবে নাকি রাবণের মতে চলা মানুষদের বলবে ? বাবা বলেন যে আমিই হলাম সর্বময় কর্তা, বাকি এই সমস্ত কিছুই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় কিন্তু মানুষ জানেই না যে ব্রহ্মা কে ! বাবা বলেন, আমি আগেও বলেছি যে আমি সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরেই আসি । এই নন্দী রূপী ব্রহ্মার শরীরে এসেই আমি এই জ্ঞান শুনিয়ে থাকি । মানুষ শাস্ত্রে ভগীরথের সাথে সাথে গো মুখও দেখিয়ে থাকে । এখন গঙ্গার উদয় ভগীরথের থেকেও দেখানো হয় আবার ষাঁড়ের থেকেও দেখানো হয় । কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল মানুষ বুঝতেই পারে না । ষাঁড়ের থেকে কি গঙ্গা নির্গত হতে পারে ? গোমুখ যখন দেখানো হয় তাহলে তো গরু থাকা চাই । নন্দীগণদের ষাঁড় হিসাবে দেখানো হয় । এই পুরুষ চিত্র ঠিক । এ হলো মানুষ । যদি গরুও বলা হয় তাহলে তিনিও মাতাই হলেন । এইসব কথা মানুষ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, কিছুই ঠিক বলতে পারে না । এই ব্রহ্মার দ্বারাই সূর্যবংশী রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে । এখানে তো কোনো রাজ্য নেই । এই বেহদের বাবাই এই বেহদের রাজ্য দেন । যারা সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্যের হবে, এই পড়ার দ্বারা তাদেরই বুদ্ধিতেই এই কথা বসবে । প্রথমে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা চাই যে, শিববাবাই আমাদের এখান থেকে সাথে করে নিয়ে যাবেন । অন্য কোনো গুরু বা গোঁসাইয়ের এই কথা বলার শক্তিই নেই । পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা, তাঁকেই মানুষ স্মরণ করে যে তুমি এসেই আমাদের পবিত্র বানাও । নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন -- এ তো হতেই হবে । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই এই পবিত্র দুনিয়া বানাতে পারে না । বাবার থেকেই তোমরা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্যের বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকো । এখানে তো কোনো রাজত্বই নেই । এ খুবই বোঝার কথা । মানুষ বোঝায় যে শাস্ত্রই হলো ঠিক কারণ ভগবান নাকি শাস্ত্র বানিয়েছেন । তারা জানেই না যে ভগবান মানুষের শরীরে এসেই এই গীতা শুনিয়েছিলেন । তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । এই ভুলকে বুদ্ধি থেকে বের করতে হবে । প্রথমে শিব বাবাকে জানতে হবে, তখনই বুঝতে পারবে যে তিনি স্বর্গের স্থাপন করেন । না জানার ফলেই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । বাবা বলেন যে তোমরা এখনও স্বর্গে উঁচু পদ পাবার যোগ্য হও নি । যদি দৈবী গুণ অর্জন করতে না পারো বা ধারণা করতে না পারো তাহলে তো অবশ্যই বিকার থেকেই যাবে । যদিও কোনো কোনো বুড়ো মানুষের মধ্যেও বুড়ো হলেও ক্রোধ অনেক পরিমাণে থাকে । *এই ক্রোধ কখনো বৃদ্ধ হয় না । আজকাল বৃদ্ধ মানুষের মধ্যেও বিকার থেকে যায় । বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু, কিন্তু মানুষের জন্য তা আবার মিত্র । এই বিকারের কারণে মানুষ মানুষকে কত বিরক্ত করে দেখো । এখানে রাবণ হল সকলের মিত্র । এই রাবণ রূপী বিকারের মধ্যেই তো বিকারের জন্ম । আবার বিকারের জন্ম মানেই রাবণেরও জন্ম । মানুষ এইসব কথা জানেই না* । বাবার শ্রীমতে চললেই তাকে সুপুত্র বলা হবে । তোমরা বিকর্ম করলেই তোমাদের চট্ করে সাবধান করে দেওয়া হয় । অনেকের মধ্যেই অনেক ধরনের স্বভাব থাকে । মিথ্যা বলার,

চুরি করার বা চাওয়ার স্বভাবও থাকে । বাবা বলেন, আমিও তো দাতা, তোমরা কেন অন্যের থেকে চাও ! *যারা ইনসিওর করবে তারা নিজের থেকেই করবে । কখনোই কারোর থেকে কিছু চেয়ো না । আজ বাবার জন্মদিন, কিছু তো পাঠাও এমন ভাবে কখনো চেয়ো না । এইভাবে বোঝাও যে, যদি ইনসিওর করতে চাও, করতে পারো* । ভক্তিমার্গে মানুষ তো নিজের সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করে ঈশ্বরের কাছে, যাকে দান বলা হয় । তার ফলও বাবাই দেন । সে হল হদের ইন্সুরেন্স, আর এ হল বেহদের । ভক্তি মার্গে মানুষ বলে এসেছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ভক্তির এই ফল দিয়েছেন । যারা সাহুকার তারা বলবে এ হলো পূর্বজন্মের ফল । আবার গরীব মানুষ বলবে কোনো দান করিনি তাই অর্থভাগ্য পাই নি । বাবা বলেন যে, আমার কাছেই সবাই সমস্ত কিছু ইনসিওর করে । তারা বলে, ভগবান এই সব কিছু দিয়েছেন । ভক্তিমার্গে তোমরা এই হদের জিনিস ইনসিওর করো । এখন সরাসরি বেহদের ইন্সুরেন্স করো । মাতা-পিতাকে দেখো ইন্সুরেন্স করেছে, পরিবর্তে বাবা কতকিছু দেন । মেয়েদের কাছে তো টাকা ছিলো না । তারা যদি এই সেবায় নিযুক্ত হয় তাহলে সবার থেকে এগিয়ে যেতে পারবে । মাম্মা কোনোকিছুই ইনসিওর করেন নি । কেবলমাত্র তাঁর শরীর এই সেবায় দিয়েছিলেন, তাই কতো উঁচু পদও পান । আত্মা জানে, আমি এই শরীরের মাধ্যমে বেহদের বাবার সেবা করছি । জগদম্বার কত বড় পদ । জগদম্বা প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হন । এই সমস্ত কিছুই তোমরা জানো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সুপুত্র হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । চুরি করা, চাওয়া বা মিথ্যা কথা বলার মতো খারাপ স্বভাবকে দূর করতে হবে ।

২) নিজের সব কিছুই বাবার কাছে ইনসিওর করতে হবে । এই শরীরও ঈশ্বরীয় সেবায় নিবেদন করতে হবে । যাতে কোনো কারণেই মায়া প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে ।

বরদান :- "আমার আমার" কে "তোমার" - এ পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য নষ্টমোহা(মোহনাশ) হও ।

যেখানে " আমিত্ব" ভাব থাকে, সেখানে পরিস্থিতির ওঠানামাও চলতে থাকে । আমার তৈরী, আমার দোকান, আমার টাকা, আমার ঘর .... এমন "আমিত্ব" ভাব সামান্য মাত্রায়ও থাকলে লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে থাকবে । শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য "আমার আমার" কে "তোমার" ভাবে পরিবর্তন করো । এই হদ অর্থাত্ লৌকিক কিছুই আমার নয়, বেহদ হল আমার । শিববাবা হলেন আমার বাবা । বাবার স্মৃতি আর এই নাটকের জ্ঞান থেকে কিছুই নতুন নয়, এমন অচল স্থিতি যদি থাকে তাহলেই নষ্টমোহা হতে পারবে ।

স্লোগান :- সত্যিকারের সেবাধারী হয়ে নিঃস্বার্থ সেবা যদি করে চলো তাহলে সেবার ফল তত্ক্ষণাত্ পাবে ।